أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/ر)

www.motaher21.net

مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةًۢ بِإِذْنِ اللَّهِ

মহান আল্লাহ্‌র হুকুমে বহু ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র দল বৃহৎ দলের ওপর জয়যুক্ত হয়েছে’ ।

" How oft, by Allah's will, has a small force vanquished a big one ?

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৪৯

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْۚ وَ مَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهٖۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْۗ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهٖۭ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِۗ وَ اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

তারপর তালুত যখন সেনাবিহনী নিয়ে এগিয়ে চললো, সে বললোঃ “আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নদীতে তোমাদের পরীক্ষা হবে। যে তার পানি পান করবে সে আমার সহযোগী নয়। একমাত্র সে-ই আমার সহযোগী যে তার পানি থেকে নিজের পিপাসা নিবৃত্ত করবে না। তবে এক আধ আজঁলা কেউ পান করতে চাইলে করতে পারে। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোক ছাড়া বাকি সবাই সেই নদীর পানি আকন্ঠপান করলো। অতঃপর তালুত ও তার সাথী মুসলমানরা যখন নদী পেরিয়ে সামনে এগিয়ে গেলো তখন তারা তালুতকে বলে দিল, আজ জালুত ও তার সেনাদলের মোকাবিলা করার ক্ষমতা আমাদের নেই। কিন্তু যারা একথা মনে করছিল যে, তাদের একদিন আল্লাহর সাথে মোলাকাত হবে, তারা বললোঃ “অনেক বারই দেখা গেছে, স্বল্প

সংখ্যক লোকের একটি দল আল্লাহর হুকুমে একটি বিরাট দলের ওপর বিজয় লাভ করেছে। আল্লাহ সবরকারীদের সাথি।”

২৪৯ নং আয়াতের তাফসীর:

কোন কোন তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এতে তিন ধরণের লোক ছিল। একদল অসম্পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। দ্বিতীয় দল পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নিজেদের সংখ্যা কম বলে চিন্তা করেছে এবং তৃতীয় দল ছিল পরিপূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং নিজেদের সংখ্যালঘিষ্টতার কথাও চিন্তা করেননি। [মাআরিফুল কুরআন]

সম্ভবত এটি জর্দান নদী অথবা অন্য কোন নদী, উপনদী বা শাখা নদী হতে পারে। তালুত বনী ইসরাঈলের সেনাবাহিনী নিয়ে এই নদীর তীরে অবস্থান করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি জানতেন, এই জাতির নৈতিক সংযমের মাত্রা অনেক কম, তাই তিনি কর্মঠ ও অকর্মণ্য লোকদের আলাদা করার জন্য এই প্রস্তাবটি পেশ করেন। বলা বাহুল্য যারা মাত্র সামান্য ক্ষণের জন্য নিজেদের পিপাসা সংযত করতে পারে না, তাদের থেকে কেমন করে আশা করা যেতে পারে যে, তারা দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে এমন একদল শত্রুর মোকাবিলা করবে, যাদের কাছে তারা ইতিপূর্বে হেরে গিয়েছিল?।

সম্ভবত এ বাক্যটি তারাই উচ্চারণ করেছিল, যারা নদীর তীরে ইতিপূর্বেই নিজেদের ধৈর্যহীনতার প্রকাশ ঘটিয়েছিল।

আমীরের আনুগত্য করা সর্বাবস্থায় জরুরী। আর শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার সময় তো তার (আমীরের আনুগত্য করার) গুরুত্ব দ্বিগুণ নয়, বরং শতগুণ হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধে সফলতা অর্জনের জন্য জরুরী হল, সৈন্যের যুদ্ধকালীন সময়ের ক্ষুৎপিপাসা এবং অন্যান্য কষ্ট অতীব ধৈর্যের সাথে সহ্য করা। তাই এই দু'টি বিষয়ে তরবিয়াত এবং পরীক্ষার জন্য ত্বালুত বললেন, নদীতে তোমাদের প্রথম পরীক্ষা হবে। যে এই নদীর পানি পান করবে, তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। কিন্তু এই সতর্কতা সত্ত্বেও অধিকাংশ লোকেরাই পানি পান করে নেয়। তাদের সংখ্যার ব্যাপারে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ যারা পান করেনি, তাদের সংখ্যা ৩১৩ বলা হয়েছে, যা ছিল বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যা। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

এই ঈমানদাররাও যখন শুরুতে দেখল শত্রুর সংখ্যা অনেক, তখন তাদের সংখ্যা (শত্রুর তুলনায়) কম থাকায় তারা এই মত প্রকাশ করল। তখন তাদের আলেমগণ এবং যারা আল্লাহর সাহায্যে পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরা বললেন, সফলতা সংখ্যার আধিক্যের এবং অস্ত্র-শস্ত্রের প্রাচুর্যের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং তা

আল্লাহর ইচ্ছা এবং তাঁর নির্দেশের উপর নির্ভর করে। আর আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য জরুরী হল ধৈর্যের প্রতি যত্ন নেওয়া।

একটি নদী দ্বারা বানী ইসরাঈলকে পরীক্ষা করা হলো

এখানে মহান আল্লাহ্ সংবাদ দিচ্ছেন যে, যখন বানী ইসরাঈলের লোকেরা তালূতকে বাদশাহ বলে মেনে নিলো, তখন তিনি তাদেরকে সাথে নিয়ে যুদ্ধে বের হলেন। সুদ্দী (রহঃ) এর উক্তি অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ছিলো আশি হাজার। (তাফসীর তাবারী ৫/৩৩৯) পথে তালূত তাদেরকে বললেনঃ 'মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি নদী দ্বারা পরীক্ষা করবেন।' ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) -এর উক্তি অনুসারে ঐ নদীটি জর্ডান ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত ছিলো। ঐ নদীটির নাম ছিলো 'নাহরুশ্ শারী 'আহ' । (তাফসীর তাবারী ৫/৩৪০) তালূত তাদেরকে সতর্ক করে দেন যে, তারা যেন ঐ নদীর পানি পান না করে। আর যারা পান করবে তারা যেন আমার সাথে না যায়। এক আধ চুমুক যদি কেউ পান করে তাহলে কোন দোষ নেই। কিন্তু সেখানে পৌঁছে তারা অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে। কাজেই তারা পেট পুরে পানি পান করে। কিন্তু অল্প কয়েকজন অত্যন্ত খাঁটি ঈমানদার লোক ছিলেন। তারা এক চুমুক ব্যতীত পান করলেন না।

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) -এর উক্তি অনুযায়ী ঐ এক চুমুকেই তাদের পিপাসা মিটে যায় এবং তারা জিহাদেও অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু যারা পূর্ণভাবে পান করেছিলো তাদের পিপাসাও নিবৃত্ত হয়নি এবং তারা জিহাদের উপযুক্ত বলেও গণ্য হয়নি। বারা' ইবনু 'আযিব (রাঃ) বলেন যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সাহাবীগণ প্রায়ই বলতেনঃ 'বদরের যুদ্ধে আমাদের সংখ্যা ততোজনই ছিলো যতোজন তালূতের অনুগত সৈন্যদের সংখ্যা ছিলো যারা নদী পার হয়েছিলো। অর্থাৎ তিনশ' তেরো জন।' (তাফসীর তাবারী ৫/৩৪৫-৩৪৭, সহীহুল বুখারী-৭/৩৩৯/৩৯৫৮, সুনান ইবনু মাজাহ- ২/৯৪৪/২৮২৮, মুসনাদ আহমাদ - ৪/২৯০) ইমাম বুখারী (রহঃ) -ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (সহীহুল বুখারী-৭/৩৩৯/৩৯৫৮, ফাতহুল বারী ৭/৩৩৯)

নদী পার হয়েই অবাধ্য লোকেরা প্রতারণা শুরু করে দিলো এবং অত্যন্ত কাপুরুষতার সাথে যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করে বসলো। শত্রুসৈন্যদের সংখ্যা বেশি শুনে তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। সুতরাং তারা স্পষ্টভাবে বলে ফেললোঃ 'আজ তো আমরা জালূতের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের মধ্যে অনুভব করতে পারছি না।' তাদের মধ্যে যারা 'আলিম ছিলেন তারা তাদেরকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে বললেনঃ 'বিজয়লাভ সৈন্যদের আধিক্যের ওপর নির্ভর করে না। ধৈর্যশীলদের ওপর মহান আল্লাহ্র সাহায্য এসে থাকে। বহুবার এরূপ ঘটেছে যে, মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোক বিরাট দলকে পরাজিত করেছে। সুতরাং তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং মহান আল্লাহ্র অঙ্গীকারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করো। এই ধৈর্যের বিনিময়ে মহান আল্লাহ্ তোমাদের সহায় হবেন।' কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও তাদের মৃত অন্তরে উত্তেজনার সৃষ্টি হল না এবং তাদের ভীরুতা দূর হলো না।